

## উপদেশ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৭. জাহান্নাম ও জাহান্নাম

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আব্দুর রায়যাক বিন ইউসুফ

জাহান্নাম - ৬

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَجْرًا يُقَذَّفُ بِهِ فِي جَهَنَّمَ هَوَى سَبْعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهَا.

আবু মূসা আশ'আরী (রা.) বলেন, রাসূল(সা.) বলেছেন, যদি একটি পাথর জাহান্নামের মুখ হ'তে নিক্ষেপ করা হয়, পাথরটি ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে, তবুও জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না (সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৯৬)। অত্র হাদীছ সমূহে জাহান্নামের এমন গভীরতা প্রমাণ হয়, যা মানুষের আয়ত্বের বাহিরে। কারণ একটি পাথর ৭০ বছর ধরে নীচে পড়তে থাকলে ঐ স্থানের গভীরতা কত হ'তে পারে তা অনুমান করা মানুষের পক্ষে অতীব কঠিন।

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لَا قَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ مَا تَدْرِي أَنَّ بَيْنَ شَحْمَةٍ أَذْنِ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ خَرِيفًا تَجْرِي فِيهَا أَوْدِيَةُ الْقَيْحِ وَالْدِّمِ قُلْتُ أَنْهَارٌ قَالَ لَا بَلْ أَوْدِيَةٌ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لَا قَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ مَا تَدْرِي حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ عَلَى جَسَرٍ جَهَنَّمَ.

মুজাহিদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, ইবনে আববাস (রা.) আমাকে বললেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, জি-না। তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর কসম! আপনি জানেন না। নিশ্চয়ই জাহান্নামীদের কারো কানের লতি এবং তার কাঁধের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান হচ্ছে ৭০ বছরের পথ। তার মধ্যে চালু থাকবে পুঁজ ও রক্তের নালা। আমি বললাম সেগুলি কি নদী? তিনি বললেন, না; বরং সেগুলি হচ্ছে নালা বা ঝর্ণা। ইবনে আববাস (রা.) আবার বললেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর কসম! আপনি জানেন না। আয়েশা (রাঃ) আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূল(সা.) -কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, 'কিয়ামতের দিন সমস্ত জমিন আল্লাহর হাতের মুষ্টিতে থাকবে আর সমস্ত আকাশ তার ডান হাতে পেঁচানো থাকবে (যুমার ৬৭)। হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ! সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? নবী করীম(সা.) বললেন, সেদিন তারা জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫১৩)। অত্র হাদীছে জাহান্নামের প্রশস্ততা প্রমাণ হয়। কারণ জাহান্নামীদের কানের লতি ও কাঁধের দূরত্বের ব্যবধান যদি ৭০ বছরের পথ হয় তাহ'লে ব্যক্তি কত বড় হ'তে পারে এবং প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন লোক যদি জাহান্নামে যায়, তবে জাহান্নাম কত বড়। তারপর আল্লাহর নবী বললেন, যেদিন আসমান যমিন আল্লাহ হাতে গুটিয়ে নিবেন সমস্ত সেদিন মানুষ জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে। তাহ'লে জাহান্নাম কত বড় এবং পুল কত বড় তা মানুষ বিবেচনা করতে পারবে কি?

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُولُ وَكَلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةِ بَكْلِ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتٍ جَهَنَّمَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল(সা.) বলেছেন, ক্রিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গ্রীবা বা গলা বের হবে, সে কথা বলবে। সে বলবে, আজ তিন শ্রেণীর মানুষকে আমার নিকট সমর্পণ করা হয়েছে। ১. প্রত্যেক অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য ও জেদী মানুষকে ২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে মা'বুদ হিসাবে গ্রহণ করত অর্থাৎ শিরক করত ৩. আর যে ব্যক্তি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। তারপর জাহান্নাম তাদেরকে ঘিরে ধরবে এবং জাহান্নামের গভীরতায় নিষ্ক্ষেপ করবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫২৩)। জাহান্নাম উক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবে এবং তাদের ঘিরে ধরে জাহান্নামের গভীরতায় নিষ্ক্ষেপ করবে।

عَنِ السَّيِّدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ مَرَّةً الْهَمْدَانِيَّ عَنْ قَوْلِ هَذَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرُدُّ النَّاسُ كُلُّهُمْ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأُولَئِهِمْ كُلَّمَعَ الْبَرْقِ ثُمَّ كَمَرَ الرِّيحِ ثُمَّ كَحْضَرَ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّائِبِ ثُمَّ كَشَدَّ الرِّجَالِ ثُمَّ كَمَشِيهِمْ.

মুফাসসির আল্লামা সুদী (রহঃ) বলেন, আমি একদা হামদানী (রা.) -কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, করেছিলাম, মَقْضِيًّا, অর্থাৎ অতীতক্রম করবে না (মরিয়ম৭১)। হামদানী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমাদেরকে বলেছেন। নবী করীম(সা.) আমাদের বলেছেন, সকল মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হ'তে হবে। তারা তাদের আমলের ভিত্তিতে জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। তাদের প্রথম দল পার হবে বিদ্যুৎ গতিতে, তারপরের দল পার হবে বাতাসের গতিতে, তারপরের দল পার হবে ঘোড়ার গতিতে, তারপরের দল স্বাভাবিক আরোহীর গতিতে, তারপরের দল পায়ে চলার গতিতে পার হবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫২৬)। সকল মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হ'তে হবে। মানুষ তাদের আমল অনুপাতে পার হবে। এ জন্য পার হওয়ার গতি বিভিন্ন ধরনের হবে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ يُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحٌ فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَشْرَفُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ فَيَوْمَرُ بِهِ فَيُضْجَعُ فَيَذْبَحُ فَيَقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَهْلُ الدُّنْيَا فِي غَفْلَةٍ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে এবং জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, তখন মরণকে সাদাকালো মিশ্রিত রং এর একটি ভেড়ার আকৃতিতে নিয়ে আসা হবে তাকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে এক প্রাচীরের উপর দাঁড় করা হবে। বলা হবে হে জান্নাতের অধিবাসী তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু করে দেখবে এবং বলবে হ্যাঁ আমরা চিনতে পারছি এ হচ্ছে মরণ। তারা সকলেই তাকে দেখবে। অতঃপর বলা হবে, হে জাহান্নামের অধিবাসী! তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু করে দেখে বলবে হ্যাঁ আমরা চিনতে পারছি এ হচ্ছে মরণ। তারা সকলেই তাকে দেখবে। তারপর তাকে শুয়ে দিয়ে যবেহ করার আদেশ করা হবে। বলা হবে হে জান্নাতী তোমরা চিরদিন জান্নাতে থাক আর কোন দিন

তোমাদের মরণ হবে না। হে জাহান্নামী তোমরা চিরদিন জাহান্নামে থাক তোমাদের আর কোনদিন মরণ হবে না। তারপর রাসূল(সা.) অত্র আয়াতটি পড়লেন, وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, তারপর হাতের ইশারা করে বললেন, দুনিয়াবাসীরা চায় অসাবধান থাকতে (তিরমিযী হা/৩১৫৬)।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِئَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبِحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِيًا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَأَمُوتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَأَمُوتَ فَيَزِدُّ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزِدُّ أَهْلَ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ.

ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূল(সা.) বলেছেন, যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মরণকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে উপস্থিত করে তাকে জবেহ করা হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! এখানে তোমাদের আর কোন মরণ নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! এখানে আর মরণ নেই। এতে জান্নাতীদের আনন্দের পর আনন্দ আরও বেড়ে যাবে, আর জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তা আরও বেশি হয়ে যাবে (মুসলিম, বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/৫৩৫২)।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8310>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন